দৈনিক খবর

তারিখ ... 03 APR 1990 ... কলাম ...

রাষ্ট্রপতির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের অপেক্ষা

দেশের প্রথম ফ্রি আবাসিক গার্লস হাই স্কুল

।। খবর রিপোর্ট ।।

দেশে শিক্ষিতের হার কমতির দিকে। গত দশ বছরে এই হার শতকরা ৬ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। শিক্ষার হার হ্রাসের কারণও অভিন্ন। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষয়িষ্ণুতা। জীবনযাত্রার মান ক্রমাবনতির দিকে। গরীব আরো গরীব হচ্ছে এবং ভূমিহীনদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে দেশের অর্ধেকেরও বেশী মানুষ। কমপক্ষে তিন কোটি লোক বেকার। এই চিত্র অবশ্য শহর-বন্দরে থেকে আঁচ করা যাবে না। দেশের শতকরা ৮৫ ভাগ লোকের বাস গ্রামাঞ্চলের আদল দিন দিন বদলাচ্ছে। অভাব মহীরুহ আকার ধারণ করে সবকিছু গ্রাস করতে চাচ্ছে। পক্ষান্তরে জন্মশাসন হচ্ছে না। জনসংখ্যার হার আশংকোজনকভাবে বাড়ছে। মুখ বাড়ছে কিন্তু আহার বাড়ছে না। বিত্তহীন দুঃখী মানুষেরা যেখানে দু'বেলা দু'মুঠো আহারের ব্যবস্থাই করতে পারছে না, সেখানে তাদের সন্তানদের পড়াশুনার খরচ যোগাড় করা বিলাসের পর্যায়ে পড়ে। তবে সরকার এই অবস্থা মোকাবেলায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা বেতনে লেখাপড়ার সুযোগদানের পাশাপাশি তাদের জন্য বিনামূল্যে বই পাওয়ারও ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু এতেও পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। বরং প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্তে ক্রমেই কমছে। কারণ বেতন বা বইয়ের ব্যবস্থা করলেই বিদ্যার্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণের চাহিদা পূরণ হয় না। একজন ছাত্র-ছাত্রীকে স্কুলে যাওয়ার- আগে প্রথম যে দু'টো জিনিসের দরকার হয় তা হচ্ছে তার আহার ও বস্ত্র এবং এই দু'টি উপকরণ ব্যয়বহুল হলেও মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে পড়ে। এর অভাব যত প্রকট হবে দেশে শিক্ষিতের হারও ততো হ্রাস পাবে। তবে তুলনামূলকভাবে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের শিক্ষিতের হার অনেক কম। এর কারণ কুসংস্কার। অধিকাংশে অভিভাবক মেয়েদেরকে পরের সম্পদ বলে মনে করেন। কোন রকমে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে আপদমুক্ত হওয়ার মানসিকতা এখনও জোরদার।

বিভিন্ন সভা, সমিতি, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে নারী শিক্ষা বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়ে জোরালো বক্তব্য রাখা হলেও এ ব্যাপারে বাস্তব কোন ব্যবস্থা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন এমন লোকের সংখ্যা খুব কম। মাঝে মধ্যে কেউ উৎসাহিত হলে তাকেও প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা করা হয় না। পদে পদে তাকে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এদের কেউ কেউ হতাশ হয়ে মাঝ পথে ইস্তফা দেন। আবার কেউ বা ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে উৎরে যান।

একজন উৎসাহী সমাজসেবী- যিনি নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য তার সমুদয় সম্পদ উৎসর্গ করতে চান এমন এক বিরল বা বিস্ময়কর ব্যক্তির মহৎ কীর্তি তুলে ধরতে গিয়ে নাতিদীর্ঘ এই ভূমিকার অবতারণা।

জনাব জামিল চৌধুরী। বৃহত্তর সিলেটের সুনামগঞ্জ জেলার ধীরাই উপজেলা তাড়ল গ্রাম পিতৃভূমি হলেও দীর্ঘদিন ধরে সিলেট শহরে বসবাস করছেন। পেশা ব্যবসা। মোটামুটি ধনাঢ্য বা বিত্তশালী। হেসে খেলে আরামে-আয়াসেই দিন কাটে। ১৯৮২ সালে দুই মেয়েকে টাঙ্গাইলে ভারতেশ্বরী হোমসে ভর্তি করার পর তার চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন আসে। ঐ স্কুলের বৈভব দেখে বুঝতে পারেন বিত্তশালী ছাড়া কারও পক্ষে তাদের মেয়েদের এখানে রেখে পড়ানো সম্ভব নয়। তিনি এ দেশের দুঃখী পরিবারের মেয়েদের জন্য এ ধরনের একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করার চিন্তা মাথায় আনেন। তবে এজন্য চাই প্রচুর অর্থ। জনাব জামিল চৌধুরীর পিতা হাজী জালাল উদ্দিন চৌধুরী এখনও জীবিত। জনাব জামিল এ ব্যাপারে তার পিতার সম্মতি চাইলে তিনি রাজী হন। স্কুলের জন্যে পৈতৃক সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি দান করার সিদ্ধান্ত নেয়ায় তিনি তার বাবার এই অনুমতি চান।

এরপর এই পরিকল্পনা অনেক দূর গড়িয়েছে। প্রস্তাবিত ফ্রি আবাসিক গার্লস স্কুলের ভবন এবং মেয়েদের বাসস্থানের জন্য ১৬ বিঘা জমি খরিদ করা হয়েছে ধীরাই উপজেলা সদর থেকে মাত্র ১ কিলোমিটার উত্তরে। এ ছাড়া স্কুল ও ছাত্রীদের ব্যয় নির্বাহের জন্য ১শ' বিঘা কৃষি জমি নির্ধারণ করে রেখেছেন জনাব চৌধুরী। স্কুল পরিচালনার জন্য ইতিমধ্যে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়ে ১৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। স্কুলের জন্য নির্ধারিত স্থানে সাইনবোর্ডও তোলা হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত এই ফ্রি আবাসিক বালিকা বিদ্যালয়ের নামকরণ হয়নি।

জনাব জামিল চৌধুরী জানান, রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এই স্কুলের নামকরণ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং তিনি নিজের হাতে এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনে সম্মত হয়েছেন। রাষ্ট্রপতি কোন এক সময়ে ধীরাই গিয়ে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করার পর স্কুল ভবন ও ছাত্রীবাস নির্মাণের কাজ শুরু হবে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অর্থও মজুত রয়েছে।

রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে তারা কোন আর্থিক সাহায্য প্রত্যাশা করেন না। তার পৃষ্ঠপোষকতাই তাদের একমাত্র কাম্য। দেশের অনেক দানশীল ব্যক্তি আর্থিক চাহিদা মেটাবার অঙ্গীকার করেছেন। সম্প্রতি লন্ডনে প্রায় ৪শ' সিলেটী এক সভায় মিলিত হয়ে প্রস্তাবিত এই স্কুলটিকে সর্বোত সাহায্য করার আশ্বাস দেন।

এই স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য আদর্শ সম্পর্কে জনাব জামিল জানান, এখানে লেখাপড়ার পাশাপাশি মেয়েদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ছাত্রীরা অবসর সময়ে ক্ষেতে কাজ করবে এবং তারা নিজেরাই শ্রম দিয়ে নিজেদের অন্ন সংস্থান করবে।